আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বানী - ৮ মার্চ ২০০৩

লিঙ্গ-সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ উন্নয়ন কার্যক্রমে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নততর বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘভূক্ত দেশগুলো সহস্রাব্দ ঘোষণার আটটি লক্ষ্যের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই লক্ষগুলোর রয়েছে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সময়-নির্দিষ্ট রূপরেখা। এগুলোতে সন্নিবেশিত আছে সহজ অথচ শক্তিশালী ও পরিমাপযোগ্য একগুচ্ছ লক্ষ্য যা নিউইয়র্ক থেকে নাাইরোবী হয়ে দিল্লীর রাস্তাঘাটের নারী-পুরুষ পর্যন্ত সবাই সহজেই বুঝতে পারে ও সমর্থন করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে এই সকল লক্ষ্যে পৌছতে হলে লিঙ্গ-সমতা অর্জন শুধুমাত্র একটি লক্ষ্যই নয় - অন্যান্য সকল লক্ষ্যে পৌছার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গও বটে। গবেষণার পর গবেষণায় দেখা গেছে এমন কোনো কার্যকরী উন্নয়ন কৌশল নেই যাতে নারী কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে না। নারীর পূর্ণাঙ্গ সম্পৃক্তকরনের সুফল তাৎক্ষণিকভাবেই পাওয়া যায়- যেমন ঃ পরিবারের সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ও মানসম্মত খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং তাদের আয়, সঞ্চয় ও পুনঃবিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পরিবারের বেলায় যা সত্য, সমাজের বেলায়ও তা-ই এবং পরিশেষে দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানি-সম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে আমাদের সকল উন্নয়ন কর্মকৌশলে নারীর চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর অর্থ হলো - স্কুল-বর্হিভূত অধিকাংশ মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, লেখা-পড়া না-জানা অর্দ্ধশত কোটি বয়স্ক নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, যারা তাবত বয়স্ক নিরক্ষরের এক-তৃতীয়াংশ।

নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ হলো HIV/ AIDS এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টায় নারীকে কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থাপন করা। বিশ্বের মোট HIV/ AIDS আক্রান্তের অর্দ্ধেকই নারী। আফ্রিকায় এর হার শতকরা ৫৮ ভাগ। নারী ও মেয়েরা যাতে সবধরনের দক্ষতা অর্জন, সেবা গ্রহণ ও আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যদিয়ে নিজেদেরকে সুরক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে। পুরুষদের ঝুকি নেয়ার পরিবর্তে দায়িত্ব নেয়ার কাজে উৎসাহ যোগাতে হবে। ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সমাজের সকল-স্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের যেন রূপান্তর ঘটে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো - আর্থিক ও শারিরীকভাবে নারী নিজেই হবে তার জীবনের নিয়ন্তা। আমরা যদি সহস্রাব্দ ঘোষণায় নির্দ্ধারিত ২০১৫ সালের মধ্যে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চাই, তা হলে কালক্ষেপণের মতো সময় আর আমাদের হাতে নেই। বিশ্ব-নারীর পেছনে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। নারীর উন্নয়ন হলে সকলেই লাভবান হয়; ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নততর জীবনের সূচনা করতে পারে। এই প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আজকের এই নারী দিবসে আমাদের সবাইকে নব-উদ্দম ও নব-মাত্রায় কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

** ** **